কলেজের পোশাক

বালক	:	খাকী ফুল প্যান্ট, হালকা আকাশি নীল হাফ শার্ট এবং কালো বেল্ট।
বালিকা	:	হালকা আকাশি নীল ফ্রক (শার্ট কালার) (প্রয়োজনের সাদা সালোয়ার ও ওড়না ব্যবহার করা যাবে)।
জুতা	:	সাদা পিটি জুতা, সাদা মোজা।
সকলের জন্য (শীতকালে)	:	নেভি ব্লু সোয়েটার।

কলেজ শাখার শিক্ষার্থীর কলেজ নির্ধারিত সোলডার এপোলেট ব্যবহার করতে হবে।

শিক্ষার্থীর হাউজের নাম ও রং

হাউজের নাম	হাউজের রং
১। সালাম	সবুজ
২। রফিক	নীল
৩। জব্বার	হলুদ
৪। বরকত	লাল

অন্যান্য নিয়মাবলি

সুন্দর পরিবেশ পাঠদানের প্রধান শর্ত। পরিবেশ সুন্দর রাখার জন্য কলেজ নিম্নোক্ত নিয়মাবলি অনুসরণ করে:

১। প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে কলেজ নির্ধারিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাকে কলেজে আসতে হবে।

২। নখ ছোটো ও পরিষ্কার রাখতে হবে, চুল (ছেলেদের জন্য) ছোটো করে কাটতে হবে।

৩। ছেলে-মেয়ে উভয়ের জন্য চুল পরিপাটি করে আঁচড়িয়ে আসতে হবে। মেয়েদের চুল নিজ নিজ হাউজ রঙের ফিতা দিয়ে দুই বেণী অথবা দুটি ঝুঁটি বেঁধে আসতে হবে।

৪। কেজি, ১ম ও ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের (যারা শ্রেণিকক্ষে টিফিন খায়) অবশ্যই রুমাল আনতে হবে।

৫। শ্রেণিকক্ষে, করিডোরে ও কলেজ আঙ্গিনায় ছেঁড়া কাগজ/ফলের খোসা/উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি ফেলা নিষিদ্ধ।

৬। ছোঁয়াছে রোগে আক্রান্ত শিক্ষার্থীর রোগ নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত কলেজে আসা নিষেধ, অনুরূপ কারণে শ্রেণি শিক্ষকের নিকট রোগজনিত অনুপস্থিতর আবেদন করতে হবে।

৭। উপযুক্ত কারণ ব্যতীত কলেজে অনুপস্থিত থাকা বাঞ্চনীয় নয়। অনুপস্থিতির কারণ দেখিয়ে অভিভাবকের দরখাস্ত শ্রেণি শিক্ষকের কাছে জমা না দিলে ক্লাস করার অনুমতি দেওয়া হবে না।

৮। কলেজ নির্ধারিত পোশাক ছাড়া কোনো শিক্ষার্থীকে ক্লাস করতে দেওয়া হয় না। কোনো যথার্থ কারণে নির্ধারিত পোশাকে আসা সম্ভব না হলে ছাত্র-ছাত্রীকে অবশ্যই অভিভাবকের নিকট থেকে কারণ দেখিয়ে পত্র আনতে হবে, অন্যথায় ক্লাস করতে দেওয়া হবে না।

পরীক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলি

১। ১ম থেকে ৩য় এবং ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হবে এবং ষাণ্মাসিক ও বার্ষিক সামষ্টিক মূল্যায়ন করা হবে।

২। ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণিতে শ্রেণি পরীক্ষা ২০ নম্বরের হবে। অর্ধবার্ষিক/বার্ষিক পরীক্ষা ১০০ নম্বরের হবে, যা নির্ধারণে ৮০% পরিবর্তন করা হবে। দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণি প্রাক-নির্বাচনি এবং নির্বাচনি পরীক্ষায় বোর্ডের নিয়মানুযায়ী ১০০ নম্বরের হবে। নির্বাচনি পরীক্ষায় অকৃতকার্য শিক্ষার্থী বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩। দুই মেয়াদী পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের গড় করে বার্ষিক পরীক্ষায় মেধাতালিকা তৈরি করা হয়।

৪। প্রতিটি শ্রেণিতে মেধা তালিকায় ১ম স্থান অধিকারীকে এককালীন মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়।

৫। চূড়ান্ত ফলাফলে/মূল্যায়নে কৃতকার্য না হলে পরবর্তী শ্রেণিতে প্রমোশন দেওয়া হয় না;

৬। শ্রেণি ভিত্তিক উত্তীর্ণের জন্য ন্যূনতম নম্বর হলো:

৪র্থ থেকে ৫ম শ্রেণি ঃ ৫০%

১০ম থেকে ১২শ শ্রেণি ঃ ৩৩%

৭। কোনো পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ে দিতে না পারলে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে শিক্ষকের মাধ্যমে অধ্যক্ষ বরাবর আবেদন করতে হবে;

৮। শ্রেণি পরীক্ষা/অর্ধবার্ষিক পরীক্ষার খাতা অভিভাবকদের পর্যবেক্ষণের জন্য পাঠান হয় ও দুইদিন পর ফেরত নেওয়া হয়। প্রতি মেয়াদান্তে রিপোর্ট কার্ড প্রদান করা হয়।

৯। এছাড়া কলেজ কাউন্সিল মিটিংয়ের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কিছু সংশোধনী থাকলে তা যথা সময়ে জানানো হব।

শিক্ষার্থীদের অনুসরণীয় নির্দেশাবলি

১। শিক্ষার্থীরা দৈনিক সমাবেশের ১৫ মিনিট পূর্বে কলেজে উপস্থিত হবে। নির্ধারিত সময়ের পর গেইট বন্ধ থাকবে;

২। ছুটি ছাড়া বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকলে দৈনিক ৫০ টাকা হারে জরিমানা দিতে হবে।

৩। কলেজ কর্তৃক নির্ধারিত সঠিক ইউনিফর্ম পরিধান করতে হবে।

৪। সময় মতো বেতন, পরীক্ষার ফি এবং অন্যান্য ফি পরিশোধ করতে হবে।

৫। নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের অসদাচরণ বা শৃঙ্খলা ভঙ্গের কাজ বলে বিবেচিত হবে:

(ক) পরীক্ষায়/ক্লাসে অসদুপায় অবলম্বন করা।

(খ) শিক্ষক-শিক্ষিকা বা সহপাঠীদের প্রতি অশোভন মন্তব্য, উক্তি বা ইঙ্গিত করা।

(গ) বিদ্যালয়ে বেঞ্চে বা দেয়ালে বা টয়লেটে লেখা।

(ঘ) প্রতিষ্ঠানের কোনো সম্পদের ক্ষতি করা (ক্ষতি করলে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে)।

(ঙ) কলেজ পালানো, ক্লাস ফাঁকি দেওয়া, টিফিন পিরিয়ড ছাড়া অন্য সময়ের ক্যান্টিনে যাওয়া।

(চ) শিক্ষক-শিক্ষিকার আদেশ/উপদেশ অমান্য করা।

(ছ) কলেজ থেকে অভিভাবকের উদ্দেশ্যে দেওয়া, টিফিন পিরিয়ড ছাড়া অন্য সময়ের ক্যান্টিনে যাওয়া।

(জ) যে কোনো অন্যায়, নীতিহীন বা অশোভন কাজ করা।

(ঝ) দৈনিক সমাবেশে অনুপস্থিত থাকা, লাইনে দাঁড়িয়ে কথা বলা ও জাতীয় পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন না করা।

(ঞ) কোনো প্রকার অলংকার পরে কলেজে আসা।

(ট) শিক্ষক-শিক্ষিকা শ্রেণিকক্ষ ত্যাগের পর বারান্দায় দাঁড়ানো বা ক্লাসে হৈ-চৈ করা।

(ঠ) কোনো শিক্ষার্থী মোবাইল ফোন বা ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী কলেজে আনা (আনলে তা বাজেয়াপ্ত করা হবে)।

(ড) ডায়েরির কোনো পৃষ্ঠা ছিড়ে ফেলা বা তথ্য পরিবর্তন করা বা গোপন করা।

(ঢ) ছাত্রদের চুল বড়ো রাখা এবং মেয়েদের দুই বেণী না করা।

৬। ৫ম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের লাইব্রেরি থেকে কার্ডের মাধ্যমে বই ইস্যু করা। এ জন্য একটি স্ট্যাম্প সাইজের ছবিসহ লাইব্রেরি হতে কার্ড সংগ্রহ করতে হবে।

অভিভাবকদের জ্ঞাতার্থে

১। আপনিই আপনার সন্তান-সন্ততির উপযুক্ত শিক্ষক।

২। আপনার পূর্ণ সহযোগিতার মাধ্যমেই কলেজ আপনার সন্তান-সন্ততির সাফল্য ও উন্নতির নিশ্চয়তা দিতে পারে। এই ডায়েরি আপনাকে কার্যকরী সহায়তার নিশ্চয়তা দিচ্ছে।

৩। প্রত্যেক দিন এই ডায়েরি আপনার সন্তানের লেখাপড়া ও কাজের তথ্য সরবরাহ করবে।

৪। আপনার প্রত্যেক দিনের তথ্য সংগ্রহের আগ্রহ তাদের লেখাপাড়ার উন্নতিতে সহায়তা করবে। কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ আপনার সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতা কামনা করেন।

৫। ডায়েরিতে অভিভাবকের নাম, পেশা, ঠিকানা, নমুনা স্বাক্ষর নিজ হাতে পূরণ করবেন।

৬। শিক্ষার্থীর যাবতীয় বিষয় অবগত হবার জন্য নিয়মিত ডায়েরি দেখবেন এবং স্বাক্ষর করবেন।

৭। শ্রেণিতে পাঠদান চলাকালীন বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বিদ্যালয়ে প্রবেশ করবেন না।

৮। শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ স্কুল ইউনিফর্মসহ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে স্কুলে প্রবেশ করবে; অন্যথায় স্কুলে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

৯। বিদ্যালয় থেকে সাক্ষাতের জন্য চিঠি পেলে যথাসময়ে সাক্ষাৎ করবেন। বিষয়টি অতীব জরুরি।

১০। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী এক শিক্ষাবর্ষে দুইটি পরীক্ষা যথা: (১) অর্ধবার্ষিক ও (২) বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

১১। কোন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অসুদপায় অবলম্বন করলে সংশ্লিষ্ট বিষয়সহ উক্ত সাময়িকের সকল বিষয়ের পরীক্ষা বাতিল করা হবে। পরপর দুটি পরীক্ষায় উক্ত দায়ে অভিযুক্ত হলে বাধ্যতামূলক ছাড়পত্র (T.C) দেওয়া হবে।

১২। অকৃতকার্য শিক্ষার্থীকে এবং এস.এস.সি নির্বাচনি পরীক্ষায় নির্বাচিত না হলে কোনো ভাবেই প্রমোশন দেওয়া হবে না/নির্বাচন করা হবে না। এ ব্যাপারে কোনো অনুরোধ বা সুপারিশ বিবেচনা করা হবে না।

১৩। কোনো শিক্ষার্থী অসুস্থতার কারণে বা অন্য কোনো কারণে সারা বছর কোনো পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে না পারলে তার প্রমোশন কোনো ভাবেই বিবেচনা করা হবে না।

১৪। প্রাথমিক পরীক্ষার জন্য ৫ম ও ৮ম শ্রেণির পরীক্ষার নীতিমালা সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী হবে। তবে শ্রেণি পরীক্ষা যথারীতি হবে।

১৫। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত ও নির্ধারিত বাৎসরিক ফলাফল নীতিমালার ভিত্তিতে শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ/অনুত্তীর্ণ নির্ধারিত হবে। ফলাফল নীতিমালার ভিত্তিতে অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর ঘোষিত ফলাফল কোনোক্রমেই পুনবিবেচনার সুযোগ নেই।

এ ব্যাপারে কোন অনুরোধ, সুপারিশ বা আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়। এই প্রেক্ষিতে শ্রেণি শিক্ষক প্রেরিত চিঠি/অঙ্গীকারনামা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার জন্য সম্মানিত অভিভাবকদের প্রতি অনুরোধ রইল।

১৬। কলেজ সংক্রান্ত জরুরি নোটিশ ওয়েবসাইটে এবং এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

ডায়েরি ব্যবহারের নিয়মাবলি

১। প্রত্যেক শিক্ষার্থী কলেজের মনোগ্রামযুক্ত নির্ধারিত কলেজ ডায়েরি প্রতিদিন কলেজে নিয়ে আসবে।

২। ডায়েরির প্রচ্ছদ এবং কয়েক পৃষ্ঠায় যে সমস্ত খালি জায়গা পূরণের জন্য দেওয়া হয়েছে সেগুলো ভর্তি ফরম ও নথি অনুযায়ী যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে। যেমন: নিজ নাম, পিতা/মাতা/অভিভাবকের নাম, তাঁদের স্বাক্ষর, শ্রেণি, রোল, জন্ম তারিখ, ঠিকানা, ফোন নম্বর ইত্যাদি।

৩। শ্রেণি শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষার্থীর ডায়েরি যাচাই করে দেখবেন, তথ্যাদি দিয়ে সকল খালিঘর পূরণ করা হয়েছে কিনা।

৪। ডায়েরির নির্দিষ্ট স্থানে সাময়িক ও স্থায়ী রুটিন পেন্সিল দিয়ে লিখতে হবে। রুটিনের প্রতিটি ঘরে বিষয়, পত্র ও শিক্ষকের সংক্ষিপ্ত নাম লিখতে হবে।

৫। প্রতিদিনের প্রতি পিরিয়ডের প্রদত্ত নির্দেশ বা শ্রেণি কাজ ও বাড়ির কাজ ডায়েরিতে লিখিত থাকবে:
(ক) কেজি শ্রেণির শিক্ষার্থীর বাড়ির কাজ বা শিক্ষক/শিক্ষিকা কর্তৃক প্রদত্ত বার্তা বা নির্দেশ সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/শিক্ষিকা নিজে লিখে স্বাক্ষর করবেন।
(খ) ১ম ও ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষক/শিক্ষিকা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ বা বাড়ির কাজ বোর্ডে লিখে দেবেন অথবা শ্রুতলিপি আকারে শিক্ষার্থীদের দ্বারা ডায়েরিতে লিখিয়ে নেবেন। অতঃপর তা পাঠ করে স্বাক্ষর করবেন।
(গ) তৃতীয় হতে উপরের শ্রেণি সমূহে প্রদত্ত নির্দেশ শ্রেণির পাঠ বা বাড়ির কাজ শিক্ষার্থী লিখছে কিন-না, তা উপস্থিত শিক্ষক/শিক্ষিকা তদারক করবেন কিন্তু স্বাক্ষর করার দরকার নেই।
(ঘ) সকল শ্রেণির জন্য উল্লেখ্য যেকোনো ক্লাসে বাড়ির কাজ না দেওয়া হলেও ওই ক্লাসে যা পড়ানো হলো, তার শিরোনাম এবং পৃষ্ঠা নম্বর ডায়রিতে লিখতে হবে। সংশ্লিষ্ট পড়া বাসা থেকে শিখে আসতে হবে। পরের ক্লাসে মৌখিকভাবে সংশ্লিষ্ট পড়া ধরা হবে বা লিখতে দেওয়া হবে।

৬। শিক্ষার্থী ব্যক্তিগতভাবে শৃঙ্খলা পরিপন্থি কোনো কাজ করলে বা অন্য কোনো কারণে অভিভাবকের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজন হলে তা ডায়ির মাধ্যমে অভিভাবকে অবহিত করতে হবে। ডায়রিতে শিক্ষক/শিক্ষিকা ও অভিভাবকের মতবিনিময় লিখিত কয়েকটি পাতা রয়েছে। শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ শিক্ষার্থী সম্পর্কিত বিশেষ ব্যক্তিগত বার্তা ওখানে লেখবেন। অভিভাবকের আসার প্রয়োজন না হলে তিনি (অভিভাবক) শিক্ষক বরাবরে একটি পত্র পাঠাবেন অথবা ডায়িতে প্রদত্ত বার্তার নিচে তাঁর বক্তব্য সংক্ষেপে লিখে স্বাক্ষর করে পাঠাবেন।

৭। একটি ডায়েরি শেষ হয়ে গেলে তার মলাটে ১ নম্বর লিখিত একটি স্টিকার লাগিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে এবং ব্যবহারের জন্য নতুন আর একটি ডায়েরি কিনে নিতে হবে। দ্বিতীয়টি শেষ হলে তা ২ নম্বর লিখিত একটি স্টিকার লাগিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে। এভাবে প্রয়োজন বোধে ৩ নম্বর, ৪ নম্বর ..... ইত্যাদি প্রতিদিন ব্যবহার ও সংরক্ষণ করতে হবে।

৮। ডায়েরি প্রত্যেহ কলেজে না আনা, ডায়েরিতে প্রদত্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ করা, পাতা ছিঁড়ে ফেলা, ক্লাসের পাঠ এবং শিক্ষকদের নির্দেশাবলি ব্যতীত অন্য কিছু ডায়েরিতে লেখা বা আঁকা ইত্যাদি দণ্ডনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। এ ধরণের অপরাধের জন্য কোনো অজুহাত বা ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য হবে না।

বেতন পরিশোধের নিয়ম

১। Student ID- এর মাধ্যমে অনলাইনে বেতন ফি প্রদান করবেন। অনলাইনএ বেতন প্রদান করার ওয়েব ঠিকানা www.bafsb.edu.bd প্রবেশ করে Student ID ও Password ব্যবহার করে Login করে Bkash/DBBL Account এর মাধ্যমে টিউশন ফি সহ অন্যান্য ফি প্রদান করবেন।

২। প্রতি মাসের ০১ হতে ১৫ তারিখের মধ্যে জরিমানা ব্যতীত।

৩। প্রতি মাসের ১৬ হতে ২০ তারিখ পর্যন্ত ১০.০০ টাকা জরিমানাসহ।

৪। প্রতি মাসের ২১ হতে ২৫ তারিখ পর্যন্ত ২০.০০ টাকা জরিমানাসহ।

৫। প্রতি মাসের ২৬ হতে ৩০ তরিখ পর্যন্ত ৩০.০০ টাকা জরিমানাসহ।

৬। এক মাস বেতন পরিশোধ না করলে পরবর্তী মাসে ৫০.০০ টাকা জরিমানা দিতে হবে।

৭। দুই মাস বেতন বাঁকি থাকলে এক মাসের সমপরিমাণ অর্থ পুন:ভর্তি ফি হিসেবে দিতে হবে; অন্যথায় তার ভর্তি বাতিল হবে।

৮। প্রতি মাসের শেষ কার্য দিবসে বেতন/ফি নেওয়ার কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।

৯। জরিমানার পরিমাণ নির্ধারিত সময়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শিক্ষার্থীর হিসাবে যোগ হবে।

মাসিক বেতন, সেশন চার্জ এবং অন্যান্য ফি

ক্যাটাগরি/খাত	বেসামরিক সদস্যগণের সন্তান			সশস্ত্র বাহিনীর কর্মরত কর্মকর্তা ও সমতুল্য সদস্যগণের সন্তান			সশস্ত্র বাহিনীর অব. কর্মকর্তা ও সমতুল্য সদ্যগণের সন্তান			কর্মরত বিমানসেনা ও সমতুল্য সদস্যগণের সন্তান			অব. বিমানসেনা ও সমতুল্য সদস্যগণের সন্তান		
	শিশু থেকে অষ্টম	নবম ও দশম	একাদশ ও দ্বাদশ	শিশু থেকে অষ্টম	নবম ও দশম	একাদশ ও দ্বাদশ	শিশু থেকে অষ্টম	নবম ও দশম	একাদশ ও দ্বাদশ	শিশু থেকে অষ্টম	নবম ও দশম	একাদশ ও দ্বাদশ	শিশু থেকে অষ্টম	নবম ও দশম	একাদশ ও দ্বাদশ
মাসিক বেতন	১২৫০/-	১৪৮০/-	১৬৩৫/-	১০৯০/-	১১২৫/-	১১৭৫/-	১২১৫/-	১৩১০/-	১৩৭০/-	৭০০/-	৭৫০/-	৮৬০/-	৮০০/-	৮৪০/-	১০০০/-
সেশন চার্জ	১৬০০/-														
ভর্তি ফি	৩৫০/-														
পরীক্ষা, ল্যাব ও ক্লাব ফি	১৭০০/- (বছরে দুইবার)			২০০/- (বছরে দুইবার)											
বিবিধ	২০০০/- (বছরে একবার)														
ছাত্র কল্যাণ ফি	৫০/- (মাসিক)		২০০/- (মাসিক)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
অনলাইন	২৫/- (মাসিক)														

প্রয়োজনীয় ফোন নম্বর সমূহ:

অধ্যক্ষ	:	ফোন	:	০২৫৮৮৮৭৭০১২
এ্যাডজুটেন্ট	:	মোবাইল	:	০১৭৬৯-৪০৫৫৯২
ইন-চার্জ (কলেজ)	:	মোবাইল	:	০১৭৫০-৩৭৮৮৭৮
ইন-চার্জ (মাধ্যমিক)	:	মোবাইল	:	০১৩১৩-৭২১২১২
ইন-চার্জ (প্রাথমিক)	:	মোবাইল	:	০১৩১৩-৭২১২১১
অফিস	:	মোবাইল	:	০১৩১৩-৭২১২১৮
হিসাব বিভাগ	:	মোবাইল	:	০১৩১৩-৭২১২১৯